ইসলাম প্রতিদিন

নিত্যপাঠ-১২

ইসলাম এন্ড লাইফ

ISLAM AND LIFE

info@ac.islamandlife.org, www.ac.islamandlife.org

+88 01708 43 41 95

কুরআন

তাওহীদ বা একত্ববাদ

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ {٢:١٦٣}

অর্থ: আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৬৩)

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {٣:٦}

অর্থ: তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৬)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ {٢٠:٨}

অর্থ: আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই। (সূরা ত্বাহা: আয়াত ৮)

হাদিস তাওহীদ বা একত্ববাদ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ -

অর্থ: হজরত ইবনু উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত। ১. এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা (সহীহ বুখারী: ১/৮)

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً-

অর্থ: হজরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে 'রব' ইসলামকে 'দীন' এবং মুহাম্মাদ সা. কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (সহীহ মুসলিম: ১/৩৪)

ফিকাহ

কিতাব: আহকামে জিন্দেগী অধ্যায় : নাপাকীর বর্ণনা বিষয়: পবিত্রা অর্জনের নিয়ম

* পানির মতো তরল নাজাছাত শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা পাক করার নিয়ম হলো তিনবার ধৌত করা এবং প্রত্যেকবার কাপড় ভঅল করে নিংড়ানো। তৃতীয়বার খুব জোরে নিংড়াতে হবে। ভালমত না নিংড়ালে কাপড় পাক হবে না।
* কাপড় বা শরীর গাঢ় কিংবা তরল নাজাছাত লাগলে ধোয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাক করা যাবে না। পানির দ্বারা ধুয়ে যেরূপ পাক করা যায় তদ্রুপ পানির ন্যায় তরল এবং পাক (যেমন গোলাপ জল, রস, সিরকা) জিনিস দ্বারাও ধুয়ে পাক করা যায়। কিন্তু যেসব জিনিস তৈলাক্ত তা দ্বারা ধুলে পাক হবে না যেমন দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি।
* ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া হলে মেশিন যেহেতু নিয়ম মত কাপড় নিংড়াতে পারে না এবং নাপাক কাপড়ের সাথে পাক কাপড় একত্রে ভিজানোর কারণে পাক কাপড়ও নাপাক হয়ে যায়, তাই ধোয়ার পূর্বে বা পরে পৃথকভাবে নিয়ম মত ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। তা না হলে মেশিনেই তিনবার নিয়ম মত পানি ঢেলে নিংড়িয়ে নেয়।